তারিখ ...06 OCT 1990...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন ঃ কাজী জাফর

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি সামাজিক আন্দোলনের আহবান জানিয়েছেন। আগামী বছরের জানুয়ারী মাস থেকে সরকার এই কর্মসূচী শুরু করবেন। খবর বাসসর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরামহীনভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সিরাতুন্নবী উপলক্ষে বুধবার ঢাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে মসজিদ মক্তবের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত এই সেমিনারে ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কাজী শাহ মোহাজ্জল হোসেন ফায়কোবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এম আবদুস সোবহান, প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালক আবুল হোসেন ও এডভোকেট এম সুজাত আলীও বক্তৃতা করেন। ধর্ম বিষয়ক সচিব এ জেড এম শামসুল আলম সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

কাজী জাফর আহমদ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলনকে জেহাদ হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, কর্মচারী, ইমাম ও আলেমসহ সকলের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, পবিত্র কোরানে প্রথম বার্তা হচ্ছে 'পাঠ কর'। তাই পড়া ও লেখা শেখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

তিনি ধর্মীয় সমাবেশে শিক্ষার পক্ষে ভাষণের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করার জন্য উলেমাদের প্রতি আহবানজানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত করা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।

তিনি বলেন, মুসলমান হিসাবে আমরা যদি ইসলামের তাৎপর্য বুঝতে চাই, তাহলে গোটা জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক মসজিদ থেকে শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় পরিচালনা প্রসঙ্গে কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষার প্রথম পাঠের ভিত্তি হিসাবে মসজিদসমূহকে কাজে লাগিয়ে আমরাও তা বাস্তবায়ন করতে পারি।

তিনি বলেন, দেশে দু'লাখের বেশী মসজিদ নামাজ ছাড়া অন্য কাজে লাগানো হয় না। এসব মসজিদ চার থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সহায়ক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে ইমামদের কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি বলেন, মসজিদ ছাড়াও দেশে প্রায় ৭৬ হাজার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছেনা।

তিনি বলেন, সরকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি পালা এবং সকল উচ্চবিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সকালের পালা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতিরিক্ত পালার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজে লাগানো হবে এবং তাঁদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে পাঁচশ' টাকা ভাতা দেয়া হবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, আগামী জুন মাসের মধ্যে চার হাজার পাঁচশ' নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে দু'হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ থেকে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে। এই বরাদ্দ একশ কোটি টাকা। অবশিষ্ট দু'হাজার পাঁচশ' প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যে।

শিক্ষার উপকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে কাগজের বদলে শ্লেট ব্যবহার করা উচিত।

তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা হ্রাসের পরামর্শ দেন যাতে ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক ভয় না করে।

38